যুগান্তর

তারিখ ... 16 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ড্রপ আউটের ফলে ঢাবিতে প্রতি বছর শত শত আসন শূন্য থাকে

ভর্তির সুযোগবঞ্চিত হয় যোগ্যতা সম্পন্ন অসংখ্য শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) আসন সংকট সত্ত্বেও প্রতি বছর শত শত আসন শূন্য পড়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বড় অংশের দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত ভালো বিষয়ে ভর্তি হওয়া, ইয়ার লস, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হওয়া এবং ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাডার পলিটিক্সে যোগদানসহ নানাবিধ কারণে বিভিন্ন বিভাগে অনেক আসন শূন্য থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের অনেকগুলোতেই শেষ পর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ ভাগ আসন শূন্য থাকে। এর ফলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে গতবছর (২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে) ৫ হাজার ৪৭০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি বছর এর একটি আসনে ভর্তির জন্য গড়ে ২৫/৩০ জন 'মেধার যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়। নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পাসের পর দু'বার (পরপর দু'বছর) পরীক্ষা দেয়া যায়। আর এ কারণে প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় ভালো না করলেও কম গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি হয়ে পরের বছর অনেকে ভালো বিষয়ে চলে যায়। এর ফলে পূর্ববর্তী বিষয়ের ওই আসনটি শূন্য হয়ে যায়। এভাবে প্রায় প্রতি বছরই প্রত্যেক ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচশ' আসন শূন্য হয়ে পড়ে বলে জানা যায়।

এক হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯৫ ভাগই রাজধানীর বাইরে থেকে বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসে। অর্থাৎ ঢাকায় এদের নিজস্ব বাসা-বাড়ি নেই। ফলে তারা আবাসিক হলে সিট নেয়। কিন্তু হলগুলোতে হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শুরু হয় বিপত্তি। হল নিয়ন্ত্রণকারী দখলদার বাহিনী তখন রাজনীতি, মিছিল-মিটিং করার শর্তে হলে ছাত্রদের সিট দেয়। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ক্লাস করার পরিবর্তে নিয়মিত মিছিল-মিটিং, রাজনীতিতে ভিড়ে যাওয়া এমনকি রাজনীতির নামে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে মজে যায় অনেকে। ফলে নিয়মিত ক্লাস না করার কারণে তারা ইয়ার লস দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ক্যাম্পাসে এসে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অন্তত ১০ স্পটে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। মাদকের এই নীল ছোবলেও অনেক শিক্ষার্থী হারিয়ে ফেলে জীবনের

ঢাবি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

(৩য় পৃষ্ঠার পর) স্বাভাবিক গতিপথ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে আবার পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে 'ধরা খায়'। এভাবে নানামুখী কারণে দ্বিতীয় বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে ৪০-৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে যায়; অনার্স পাস করতে পারে না তারা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় ১৮৩ জন। ২০০৫-২০০৬ সেশনে চতুর্থ বর্ষে পরীক্ষা দেয় ৯০ জন। বাংলা বিভাগে একই শিক্ষাবর্ষে ১৩২ জন ভর্তি হয়। দ্বিতীয় বর্ষে এসে পাওয়া যায় ১১৮ জন। তৃতীয় বর্ষে ওই সংখ্যা আরও নেমে দাঁড়ায় ১১১ জন। এই ব্যাচে (২০০৫-২০০৬) চূড়ান্তভাবে অনার্স পরীক্ষা দেয় ১০৭ জন। আর এমএ ক্লাসে পাওয়া যায় মাত্র ৮৫ জন। ইতিহাস বিভাগে একই বর্ষে ভর্তি হয় ১৪৮ জন। দ্বিতীয় বর্ষে পাওয়া যায় ১০৭ জন। দর্শন বিভাগে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ১৬৮ জন। ওই ব্যাচ মাস্টার্সে মাত্র ৯০ জন ভর্তি পরীক্ষা দেন। এই বিভাগে ২০০৩-২০০৪ সেশনে ভর্তি হয়েছিল ১৮৬ জন। চতুর্থ বর্ষে সেখানে পাওয়া যায় ১২৭ জন। এভাবে তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় ৭৫ জন। চতুর্থ বর্ষে পাওয়া যায় ৩৬ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২৫০ জন ভর্তি হয় প্রথম বর্ষে, চতুর্থ বর্ষে ছিল ২১১ জন। অর্থনীতিতে ১৭৮ জনের মধ্যে ১৩০ জন চতুর্থ বর্ষে, সমাজবিজ্ঞানে ২৫২ জনের মধ্যে চতুর্থ বর্ষে পরীক্ষা দেয় ২০৭ জন, লোক প্রশাসনে প্রথম বর্ষের ১৫৪ জনের মধ্যে ১২৯ জন চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষা দেয়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও এ সমস্যা প্রকট বলে জানা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বর্ষে ১৫৯ জন ভর্তি হয়। কিন্তু মাত্র ৭৩ জন পাওয়া যায় চতুর্থ বর্ষে। এভাবে গণিতে প্রথম বর্ষে ছিল ১৭০, সেখানে দ্বিতীয় বর্ষে ১১৯ জন, তৃতীয় বর্ষে ৯৩ ও চতুর্থ বর্ষে পাওয়া যায় ৮২ জন। রসায়নে ২০০৫-২০০৬ সেশনে চতুর্থ বর্ষে ৫০ জন পরীক্ষা দেয়। অথচ এই ব্যাচে ১১০ জন ভর্তি করা হয়েছিল।

কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম জানান, তার আমলে বিভিন্ন বিভাগে চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি ছাত্র ভর্তি করানো হতো। আসন শূন্য থাকার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষ একাধিকবার চিঠি দেয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এর একটি স্থায়ী সমাধান বের করা দরকার। এভাবে সমস্যার আপাতত সমাধান সম্ভব।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, ছাত্ররা নিজেরাই ড্রপ আউট করে। এতে কর্তৃপক্ষের করার কি বা আছে। এ সমস্যা কেউ কখনও সমাধান করতে পারবে না তিনি জানান, তাদের সময়েও এ ধরনের সমস্যা ছিল। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, প্রতি বছর কিছু আসন খালি হবে এ বিষয়টির কথা ভেবেই বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। তারপরও বেশিসংখ্যক আসন যাতে খালি না থাকে সে ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা জানান তিনি।